জেলা: ঢাকা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৪৬৫/২০০৯

পক্ষগণঃ

নায়েব আলী গং
.....বিবাদী-রেসপনডেন্ট-দরখাস্তকারীগণ
-বনাম-

মোসাঃ রজবুননেছা গং
.....বাদী-আপীল্যান্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ
জনাব আহমেদ নওশেদ জামিল
.....দরখাস্তকারীগণের পক্ষে
জনাব মোঃ মোবারক হোসেন
..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ:০৫.০৬.২০২২, ০৪.০১.২০২৩ ও ২২.০২.২০২৩
রায় প্রদানের তারিখ: ১২.০৭.২০২৩

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

বিবাদী-রেসপনডেন্ট-দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা নিম্নরূপ:

> *"Let the records of the case be called for.*
>
> *Let a Rule be issued calling upon the opposite party Nos. 1-20 to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 30.10.2008 passed by the learned District Judge, Paribesh Appeal Adalat, Dhaka in Title Suit No. 30 of 2003 allowing the appeal and reversing those dated 24.01.2002 passed by the learned Joint District Judge, Arbitration Court, Dhaka should not be set aside and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."*

বাদী-আপীল্যান্ট-প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তফসিল সম্পত্তি বাদী পক্ষের কবলা খরিদা সম্পত্তি এবং তফসিল সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব দখল আছে। ৪নং বিবাদী বাদীকে প্রলুব্ধ করেন যে, সে ৩২,০০০/- টাকা দিলে তার ছেলে আঃ মতিনকে ৪নং বিবাদী সৌদি আরবে ভাল চাকুরীতে পাঠিয়ে দিবেন। বাদী ১৬,০০০/- টাকা দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করেন। তখন ৪নং বিবাদী বাদীকে উপদেশ দেন ৩নং বিবাদী বরাবরে কিছু সম্পত্তি বিক্রির জন্য। উক্ত মতে বাদী ২১৯৪ দাগের ৪৯$\frac{১}{২}$শতক জমি বিক্রি করতে রাজী হন এবং যার মূল্য ধার্য হয় ১৬,০০০/- টাকা এবং কথা থাকে উক্ত ১৬,০০০/- টাকা ৩নং বিবাদীর কাছে জমা থাকবে। উক্ত মতে বাদী সরল বিশ্বাসে ২৫ শতক জমির জন্য একটি দলিল ও ২৪$\frac{১}{২}$ শতক জমির জন্য একটি দলিল সম্পাদন করেন । ১/২ নং বিবাদী বরাবরে উক্ত দলিল দুইটি রেজিষ্ট্রির সময়ে বাদীকে পড়িয়ে শুনানো হয় নাই। মৌখিক কথা থাকে যে, দলিল দুইটি সম্পাদনের পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে ৩নং বিবাদী বাদীর ছেলেকে সৌদি আরবে না পাঠানো পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তির দখল দেওয়া হবে না এবং দলিল দুইটি অকার্যকর ও বাদীর উপর বাধ্যকর নয় মর্মে গণ্য হবে। এছাড়াও বাদী যে ১৬,০০০/- টাকা নগদ দিয়েছিল তাও ফেরত পাবেন। যে কারণে ১-৩ নং বিবাদী নালিশী সম্পত্তির দখল পায় নাই। পরে বাদীর ছেলে আঃ মতিন জানতে পারেন যে, বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে লোক পাঠানোর জন্য কোন বৈধ এজেন্সি বা ক্ষমতা ৩/৪ নং বিবাদীর নাই। পরে বাদী ও তারপুত্র ১৫/০৮/৭৯ ইং তারিখে ৩/৪ নং বিবাদীর কাছে যান এবং বাদীর ছেলেকে সৌদিতে পাঠানোর বিষয়ে জানতে যান। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বাদী ও তার ছেলেকে হুমকি দেন যে, উক্ত বিষয়ে আবারও বাদীর কাছে যাওয়া হলে পরিণাম ভাল হবে না এবং আরও প্রকাশ করেন তারা নালিশী ২১৯৪ দাগ থেকে ১.৬০ একর জমিতে জোরপূর্বক দখল নিবে। ৩/৪ নং বিবাদী উক্তরূপ হুমকিতে বাদীপক্ষ অবাক হন এবং নালিশী দলিল দুইটির জাবেদা ২৭/০৬/৮১ ইং তারিখে সংগ্রহ করেন এবং দেখতে পান যে, ৩/৪ নং বিবাদী ১/২ নং বিবাদীর সহযোগে ১.৬০ একর সম্পত্তি বাবদ উক্ত দলিল দুইটি করিয়েছেন। পরে বাদীপক্ষ বিবাদীদের উপস্থিতিতে মাতব্বরদের এক সালিশ ডাকেন। যাতে ১-৪ নং বিবাদী ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সনের মধ্যে নালিশী সম্পত্তি বাদীপক্ষকে ফেরত কবলা রেজিষ্ট্রি দিতে বা দলিল

দুইটি বাদীদের উপর বাধ্যকর নয় এবং অকার্যকর নয় মর্মে লিখে দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু বিবাদীগণ পরে তা করে নাই। যে কারনে অত্র মোকদ্দমা। ১৬/০৭/৭৯ ইং তারিখে মোকদ্দমার প্রথম কারণ উদ্ভব হয় এবং দ্বিতীয়বার ২৭/০৬/৮১ ইং তারিখে দলিল দুইটির বিষয়ে জানার পর মোকদ্দমার উদ্ভব হয় এবং পরিশেষে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পর্যন্ত সময় শেষ হওয়ার পর মোকদ্দমার কারণ দেখা দেয়।

পক্ষভুক্ত বিবাদী/রেসপনডেন্ট পক্ষের জবাব সংক্ষেপে এই যে, এই বিবাদীগণ তফসিল সম্পত্তিতে খরিদ সূত্রে মালিক দখলকার থেকে নিজ নামে নামজারী করে খাজনাদি পরিশোধ করে আসছেন। এই বিবাদীগণ বাদী ও আরো লোকজনের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি খরিদের পর হতে দেখা শুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। যেহেতু বিবাদীগণ তাদের খরিদা জমি পরোক্ষভাবে দখল করছেন সেহেতু বাদীপক্ষ লোভের বশবর্তী হয়ে নালিশী জমির মালিকানা দাবী করে মামলা/মোকদ্দমা সৃষ্টি করছেন। বিবাদী হাফিজুল ইসলামের খরিদা জমির দলিল নং ১৭৫৬২ তারিখ ০২/০৭/৮১ এবং জমির পরিমাণ ৭.৭৫ একর মধ্যে ১৩.২০ শতক ও উক্ত ১৯২২৪ নং দলিল ২২/০৭/৮১ তারিখে আরও ৫.৩৬ শতক জমি খরিদ করেন। আমিনুল ইসলাম ১৭৫৫৮ নং দলিলমূলে ০২/০৭/৮১ ইং তারিখে ১৬.৫০ শতক জমি দখল করেন। তছলিমা আনোয়ার বেবী ১৯২১৪ নং দলিল ২২/০৭/৮১ শতক জমি খরিদ করেন। নায়েব ১৭৫৯৫ নং দলিলে ০২/০৭/৮১ ইং তারিখে ৪.১৩ শতক জমি খরিদ করেন। আছিয়া খাতুন ১৭৫৭৬ নং দলিলে একই তারিখে ১০.৭৩ শতক জমি খরিদ করেন। মোজাম্মেল হক ১৭৫৬৫ নং দলিলে ঐ তারিখে ১৩.২০ শতক জমি খরিদ করেন। তিনি ২২/০৭/৮১ ইং তারিখে ১৭৫৬৬ নং দলিলে ৮.২৫ শতক জমি খরিদ করেন। মিসেস ইসপেনডারী হক ০২/০৭/৮১ ইং তারিখে ১৭৫৬৩ নং দলিলে ৮.২৫ শতক জমি খরিদ করেন। ড. আহম্মদ উল্ল্যাহ ঐ তারিখে ১৭৫৮০ নং দলিলে ১৬.৫০ শতক জমি খরিদ করেন। আনোয়ার আহমেদ ঐ তারিখে ১৭৫৮১ নং দলিলে ১৬.৫০ শতক খরিদ করেন। সাহেরা বানু ঐ তারিখে ১৭৫৬৬ নং দলিলে ৩৩ শতক জমি খরিদ করেন। ডাঃ মোঃ আলাউদ্দিন ঐ তারিখে ১৭৫৭৩ নং দলিলে ৬.৭০ শতক খরিদ করেন। আহমেদ হোসাইন ২২/০৭/৮১ ইং তারিখে ১১৬৫৪ ও ১৯২১৩ নং দলিলে ১৬.৫০ শতক জমি খরিদ করেন। সামসাদ হক ০২/০৭/৮১ ইং তারিখে ১৭৫৬৯ নং দলিলে

১৬.৫০ শতক জমি খরিদ করেন। বাদী স্থানীয় লোক হওয়ায় নালিশী জমি জবর দখলের একাধিকবার চেষ্টা করেছেন। যে কারণে বিবাদীগণ সাভার থানায় বাদী পক্ষের নামে একাধিক মামলা করেছেন।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ বিচারক নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেন।

(১) *মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রণালীতে চলতে পারে কিনা?*

(২) *নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব দখল আছে কিনা?*

(৩) *নালিশী ১৬/০৭/৭৯ ইং তারিখের ৭২৮৮ ও ৭২৮৯ নং দলিল দুইটি অবৈধ ও অকার্যকর কি না?*

(৪) *মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত কিনা?*

(৫) *বাদীপক্ষ আর কি কি প্রতিকার পেতে হকদার?*

অত:পর, উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য বিচার বিশ্লেষণকরনত: বিচারিক আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১৮৬/১৯৯২ দো-তরফা সূত্রে খারিজ করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাদী বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা সমীপে দেওয়ানী আপীল নং ৩০/২০০৩ দায়ের করেন। আপীলটি গ্রহণকরত: বিজ্ঞ জেলা জজ উহা নিস্পত্তির জন্য বিজ্ঞ জেলা জজ, পরিবেশ আদালত, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন। অত:পর, আপীল আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরত: আপীলটি মঞ্জুর করেন। আপীল আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রার্থীর দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারায় দাখিলী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত রুল জারী করা হয়।

প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আহমেদ নওশেদ জামিল নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে তার স্বত্ব দখল প্রমাণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় বিচারিক আদালত আইনসঙ্গতভাবে মূল মোকদ্দমাটি খারিজের আদেশ প্রদান করেন। অথচ আপীল আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য স্বাধীন ও নির্মোহভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আপীলটি মঞ্জুর করেন, যা আইনত: রক্ষণীয় নয় বিধায় তা রদ ও রহিতযোগ্য।

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, A simple suit for declaration without prayer for cancellation of the impugned deeds is not maintainable। সঙ্গত কারণে, বিচারিক আদালত মূল মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে খারিজ করেছেন। তিনি তাঁর নিবেদনের সমর্থনে 7 BLT (AD) 7, 21 BLD (AD) 157 and 12 MLR (AD) 149 মোকদ্দমার সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ করেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, মূল মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। কারণ বাদী তর্কিত দলিল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল মোকদ্দমাটি দায়ের করেন নাই। ফলে রুলটি চূড়ান্তকরণযোগ্য।

পক্ষান্তরে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মোবারক হোসেন নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ আইনসঙ্গতভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মূল মোকদ্দমাটি খারিজ করেছেন। অন্যদিকে, আপীল আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ স্বাধীন ও নির্মোহভাবে পর্যালোচনাকরতঃ বাদীর আপীলটি মঞ্জুর করেন বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কোন কারণ নাই। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আপীল আদালত বিচারিক আদালতের অভিমত যুক্তিসঙ্গতভাবে খণ্ডনকরতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাদী তার মোকদ্দমা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, দেওয়ানী ৬/১৯৯৯ নং মোকদ্দমার বাদী কোন সমর্থনমূলক সাক্ষ্য দ্বারা তার স্বত্ব এবং দখল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিচারিক আদালত ডিক্রি প্রদান করেন এবং আপীল আদালত উক্ত মোকদ্দমায় অত্র মূল মোকদ্দমার বাদীগণকে পক্ষভুক্ত করা হয় নাই। যদিও তারা নালিশী ভূমিতে মালিক দখলকার। ফলে দেওয়ানী ৬/১৯৯৯ নং মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রি বাদীগণের উপর বাধ্যকর নয়। সঙ্গত কারণে, রুলটি নিষ্ফলযোগ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, The Appellate Court as a last court of fact considering the evidence on record in details rightly allowed the appeal assigning cogent reason and therefore, the judgment of the Appellate Court is immune from any interference by this Court।

এখন দেখতে হবে তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনত: রক্ষণীয় কিনা?

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদনসমূহ, উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য এবং নথিতে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও আইনের সত্যিকার দৃষ্টি কোণ থেকে পর্যালোচনা করা হলো।

বিচারিক আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীর মোকদ্দমাটি আইনত: রক্ষণীয় নয় এবং ইহা তামাদিতে বারিত। অপর পক্ষে, আপীল আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, স্বীকৃতমতেই নালিশী ভূমির মালিক বাদী-আপীলকারীর পিতা আব্দুল খালেক যিনি একজন অশিক্ষিত মানুষ। তার শিক্ষাহীনতার সুযোগে ১-৩ নং বিবাদী নালিশী ৭২৮৮ দাগে ২৫ শতকের স্থলে ৮০ শতক সম্পত্তি এবং ৭২৮৯ দাগে ২৪.৫ শতকের স্থলে ৮০ শতক সম্পত্তি অর্থাৎ ৮০ + ৮০=১৬০ শতক সম্পত্তি অর্থাৎ ১ একর ৬০ শতক সম্পত্তি ৪নং বিবাদীর সহযোগিতায় ১নং ও ২নং বিবাদীর বরাবর সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করে নেন। বাদীপক্ষের আরো দাবী হলো যে, ৪নং বিবাদীর মাধ্যমে ১নং ও ৩নং বিবাদীর সহযোগিতায় বাদী মোঃ আব্দুল খালেকের ছেলে আব্দুল মতিনকে বিদেশে পাঠানোর জন্য সাব্যস্থ হয় এবং বিদেশে না পাঠানো পর্যন্ত ১-৩নং বিবাদীগণকে দখল বুঝিয়ে দিবেন না। বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হলে ২টি দলিলের বর্ণিত সম্পত্তি বাদীপক্ষ বরাবর ফেরত দিবে এবং ৩নং বিবাদীর নিকট থেকে ১৬,০০০/- টাকা ফেরত দিবে। বাদীপক্ষ উক্ত শর্তসমূহ প্রতিপালন না করায় অদ্যাবধি বাদী নালিশী ভূমিতে দখলকার আছেন। বিচারিক আদালত এর রায়ে উল্লেখ করেন যে, দলিল রেজিস্ট্রির তারিখ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করা হয় নাই বিধায় ইহা তামাদি আইনের ১ম তফসিলের অর্ন্তগত ৯১ ও ৯২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মূল মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রতারণার বিষয়টি জানার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদী মূল মোকদ্দমাটি দায়ের করেছেন বিধায় উহা তামাদিতে বারিত নয়।

নথি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ৪নং বিবাদীর মাধ্যমে ১-৩ নং বিবাদী বাদীর ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর শর্ত প্রতিপালন করেননি। বিবাদীপক্ষ তাদের জবাবে স্বীকার করেছেন যে, ৪৯.৫ শতক সম্পত্তির স্থলে ১ একর ৬০ শতক সম্পত্তি ১ ও ২নং বিবাদীর বরাবর দলিল সম্পাদন করে

দেওয়া হয়েছে। অথচ বিচারিক আদালত বিষয়টি আমলে নেননি। উক্ত দলিলের অনুবলে ১-৩ নং বিবাদী দখলপ্রাপ্ত হয়নি। উক্ত দলিল দু'টো acted upon হয় নাই। তর্কিত দলিল দুইটি ১-৩ নং বিবাদীগণ জালিয়াতী ও প্রতারণার মাধ্যমে সৃজন করেছেন। আপীল আদালত উল্লেখ করেন যে, পক্ষভুক্ত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে তর্কিত দলিল দুইটির বিষয়ে প্রতারণা ও জালিয়াতির কোন অভিযোগ নাই। আপীল আদালত আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পক্ষভুক্ত বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে দখলে নাই এবং তর্কিত দলিল দুইটির সম্পত্তি পক্ষভুক্ত বিবাদীগণ খরিদ করেছেন এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। তাই আপীল আদালত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন যে, বিচারিক আদালত আরজির জবাব এবং উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা না করেই মূল মোকদ্দমাটি খারিজ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করছিঃ

> *"বাদী-আপীলকারীগণ অদ্যবধি নালিশী দলিল ২টির তপসিলভুক্ত সম্পত্তি ভোগ দখলে নিয়ত আছে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের তর্কিত রায় পর্যালোচনায় দেখা যায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মোকদ্দমার আরজি, জবাব, প্রদর্শিত কাগজাদি বাদী পক্ষের সাক্ষী ও বিবাদী পক্ষের একমাত্র সাক্ষীর সঠিকভাবে পর্যালোচনা না করিয়া মোকদ্দমা তামাদির উপর আইনগত ব্যাখ্যা প্রদান না করিয়া এবং মোকদ্দমা দায়ের মূল ও আসল কারণ বাদী জানার বা অবহিত হওয়ার তারিখ, দলিল ২টির জাবেদা নকল সংগ্রহের তারিখ ২৭/০৬/৮১ ইং তারিখে আমলে না নিয়া দলিল ২টি রেজিষ্ট্রির তারিখ ১৬/০৭/৭৯ ইং তারিখে সীমাবদ্ধ থাকিয়া রায় প্রচার করিয়াছেন এবং বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মোকদ্দমা মূল বিষয়বস্ত অশিক্ষিত বাদীর সহিত প্রতারণা ও জালিয়াতি করিয়া ৪৯$\frac{১}{২}$ শতক জমির স্থলে ১ একর ৬০ শতাংশ সম্পত্তি ১-২নং বিবাদীর বরাবর রেজিষ্ট্রি করিয়া নিয়াছেন। বাদী অশিক্ষিত হওয়ার কারণে তাকে পড়িয়া শুনায় নাই বা নিরপেক্ষ/তৃতীয় পক্ষ দ্বারা রেজিষ্ট্রির পূর্বে দলিল ২টি পড়িয়া শুনানো হয় নাই তাহা বিচারিক আদালত মোটেও অনুধাবন করিতে পারে নাই বলিয়া আইনতঃ প্রতীয়মান হয়। অত্র মোকদ্দমার বাদীকে দলিল ২টির দাতা-গ্রহিতার নাম তপছিলে জমির পরিমান ইত্যাদি নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা পড়াইয়া শুনাইলে বাদী যতই সহজ সরল হউক না কেন কোনক্রমে ৪৯$\frac{১}{২}$ শতক জমির স্থলে ১ একর ৬০ শতাংশ সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি করিয়া*

দিত না তাহাও বিচারিক আদালত অনুধাবন করিতে পারে নাই বলিয়া আপীলকারীর নিকট প্রতীয়মান হয়। অত্র মোকদ্দমার ১-৩ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতারনার মাধ্যমে তর্কিত দলিল ২টিতে ৪৯$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তির স্থলে ১ একর ৬০ শতক সম্পত্তি লিখিয়া নিয়াছে তাহা আদালতে অস্বীকার করে নাই বিধায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১-৩নং বিবাদী পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে বাদীর সহিত পতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে দলিল ২টি সৃজন করিয়াছেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত রায়ের সারগর্ভে একটি মাত্র বিষয়ে অর্থাৎ মোকদ্দমার কারণ ও উদ্ভবের উপর নির্ভর করিয়া আইনের ব্যাখ্যা প্রদান না করিয়া ধারণার বশীবর্তী হইয়া মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মোকদ্দমা দায়েরের কারণ তামাদি আইনের ১ম তপছিলে ৯১, ৯২ ও ১২০ নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যাকে পাশ কাটাইয়া মোকদ্দমা দায়েরের কারণ প্রতারণার শিকারগ্রস্ত ব্যক্তি প্রথম অবহিত হইতে ৩ বছর ও ৬ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ বাদী অবহিতির তারিখ ২৭/০৬/৮১ ইং তারিখে তর্কিত দলিলাদির জাবেদা নকল উঠাইয়া ১-৩ নং বিবাদীগণের দ্বারা জাল করিয়া প্রতারণার মাধ্যমে সৃজন করিয়াছেন তাহা বাদী/আপীল্যান্ট পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি রদ ও রহিতযোগ্য এবং অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। অর্থাৎ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি হস্তক্ষেপযোগ্য এবং অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য এবং আপীলের মেমোর মাধ্যমে আপীল্যান্ট পক্ষ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।"

স্বীকৃতমতেই নালিশী ভূমির মূল মালিক বাদীপক্ষ। বাদীপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য থেকে প্রমাণীত হয় যে, নালিশী ভূমিতে বাদীপক্ষ অদ্যাবধি দখলে আছেন। বিবাদীপক্ষ প্রতারণামূলকভাবে ৪৯.৫ শতক সম্পত্তির স্থলে ১ একর ৬০ শতক সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নেয়। যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, বিবাদীপক্ষ ৪৯.৫ শতক সম্পত্তি বাবদ মূল্য পরিশোধ করেছেন। তাহলেও ৪৯.৫ শতক সম্পত্তি সম্পর্কে দলিল দুইটি acted upon তথা কার্যকর হয়েছে বলে কোন গ্রহনযোগ্য সাক্ষ্য বিবাদীপক্ষ আদালতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

উভয় পক্ষের উপস্থাপিত, মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য এবং এর সাথে সম্পৃক্ত আইনের জটিল প্রশ্ন নির্মোহ ও স্বাধীন ভাবে বিচার বিশেষণ করে অত্র আদলালতের কাছে প্রতিয়মান হয় যে, উক্ত দলিলগুলো সম্পাদনকালে consideration money পরিশোধিত হয়নি। উক্ত দলিলগুলো

বাদীপক্ষের পূর্ববর্তী সেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সম্পাদন করেননি বরং বিবাদীপক্ষ by misrepresentation and practicing fraud created those false and fabricated deeds. উক্ত দলিল মূলে বিবাদীপক্ষে দখলপ্রাপ্ত হয়নি বিধায় দলিলগুলো আইনত অকার্যকর। তাছাড়া বাদীপক্ষ প্রতারণা বিষয়ে জানার নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল মোকদ্দমাটি দায়ের করেছেন।

পরিশেষে অত্রাদালত মনে করে যে, The Appellate Court as a last Court of fact অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল মোকদ্দমাটিতে ডিক্রি প্রদান করেন, যাতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত অভিমতসহ রুলটি বিনা খরচায় ডিসচার্জ করা হলো।

নিম্ন আদালতের নথি অত্র রায়ের কপিসহ জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

(বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন)

নাছের
পিও